বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

খাজা গোলাম রব্বানীর (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০১৫ ॥ ৩ বৈশাখ ১৪২২ ॥ ২৬ জমাদিউস সানি ১৪৩৬ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ২য় বর্ষ সংখ্যা ১ | হাদিয়া : ১০ টাকা

কামেল মুর্শিদ বা পীরের কাছে যাওয়ার অকাট্য দলিল

আলহাজ মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্‌ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

কিছু কিছু মানুষের ভুল ধারণা, তারা কথায় কথায় বলে থাকে– ‘মা-বাবা জীবিত থাকলে পীরের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তাদের অযুক্তিক কথা খণ্ডনের জন্য, আমি একটি হাদিস তুলে ধরলাম– ‘উতলুবুল ইল্‌মা ওয়ালাউ কানা ফিচ্চীন’। অর্থ: রাসুলেপাক (সঃ) এরশাদ করেছেন– জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও যাও, তবুও এলেম হাছিল করো। তদ্রুপ কামেল পীর-আউলিয়াদের দরবারও এল্‌মে মারেফত বা তাসাউফ শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে, নিজেকে চেনা-জানার মত ও পথে আমলের দ্বারা আল্লাহতায়া’লার নৈকট্যলাভ করাই পীর-আউলিয়াদের দরবারে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য।

> যারা অপব্যাখ্যা দেন মা-বাবা থাকলে পীরের কাছে যাওয়ার দরকার নেই, তাদের ভ্রান্তি মোচনে কোরআন ও হাদিসের দলিল

সুরা মায়িদার ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়া’লা বলেন– ‘লিকুল্লিন্‌ জ্বাআল্‌না মিন্‌কুম শির আতাও অমিন্‌হাজ্বা’। অর্থ : আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুইটি পথ দিয়েছি, একটি হলো শরিয়তের পথ অপরটি হলো মারেফতের পথ’। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন– শরিয়তের এলেমের দ্বারা শরীরের বাহিরের দিক অর্থাৎ, জাহেরকে দূরস্থ করে এবং এল্‌মে মারেফতের দ্বারা, শরীরের ভিতরকে পাকপবিত্র করে।

সুরা কাহাফ এর ১৭ নং আয়াতে আল্লাহতায়া’লা বলেন– ‘অমাই ইয়ুদ্বলিল ফালান্‌ তাজ্বিদালাহু অলিয়্যাম মুরশিদা’। অর্থ: তারাই হতভাগা বা গোমরাহ, যারা কামেল মুর্শিদ বা পীরের সান্নিধ্যে গেল না এবং ছোহবত লাভ করল না। হক্কানী পীরকামেলের ছোহবতে না গেলে, আল্লাহতায়া’লা তাদেরকে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুরা তওবাহ’এর ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহতায়া’লা বলেন– ‘ইয়া আইয়্যুহাল্লাজ্বিনা আমানুত্‌ তাকুল্লাহা অকূনূ মাআছ্‌ ছোয়া দিক্বীন’। অর্থ: হে ঈমানদার

২-এর পাতায় দেখুন

মানুষের জীবনে একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা

সাইফুল ইসলাম দীপক

শিরোনাম দেখে অবাক হচ্ছেন যে, এটা আবার কেমন কথা। এটাতো সবাই জানে। কথা ঠিক, সবাই জানে কিন্তু মানে কয়জন। আসুন বিষয়টার গভীরে ঢুকে কিছুটা আলোচনা করা যাক। আমরা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিষয় নিয়ে পড়েছি, সেই বিষয়ের ওপর অনেক বইপত্র বাজারে পাওয়া যায়। তাহলে ওই সব বই কিনে পড়ে নিলেই হয়ে যেত। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। কোনো শিক্ষকেরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষক ছাড়া আমাদের কোনো বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব না। ভাবছেন এটাতো অতি সাধারণ কথা। এর জন্য এত ভূমিকার কি আছে! এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, আজকাল কিছু মানুষ আছেন যারা বলেন, কোরআন-হাদিসে সব আছে। কোরআন-হাদিসের বাংলা অনুবাদ পড়লেই তো হয়ে যায়। ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্য শিক্ষকের কাছে যাওয়ার দরকার আছে কি? আমি অত্যন্ত মূর্খ্য মানুষ। কিন্তু শুনেছি যে, কোরআন শরীফের অনেক বড় বড় তাফসির আছে। অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের উপরে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তাহলে কথা হল বিষয়টা যদি এতই সহজ হবে কি দরকার ছিল এত বড় বড় তাফসির লেখার এবং তা নিয়ে গবেষণা করার? এরপরেও কেউ যদি ভাবেন, আমি সরাসরি বই পড়লেই সব জেনে যাব, তাহলে আপনাকে আর বলার কিছু নাই। তবে একজন শিক্ষক ছাড়া শুধু সরাসরি শেখার কোনো বিধান নাই পৃথিবীতে। যারা ভাবছেন ঠিক কথা, শিক্ষকের প্রয়োজন আছে, তাহলে আসেন কথা আরেকটু আগাই। আসুন খুঁজি এই শিক্ষক কারা বা তাদের পাবো কোথায়? তাঁরা কী কী শিক্ষা দিয়ে থাকেন? সাধারণ চিন্তায় মনে হতে পারে, যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বড় বড়

২-এর পাতায় দেখুন

মাসিক ‘আত্মার আলো’ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ

নাসির আহমেদ

সম্মানীত পাঠক, আশেকান-জাকেরান ভাই-বোন ও সুহৃদ বন্ধুগণ

আস্‌সালামু আলাইকুম।

মাসিক আত্মার আলো‘র পক্ষ থেকে সবার প্রতি রইলো আন্তরিক মোবারকবাদ। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের দোয়ার উছিলায়, একটি বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করলো কুতুববাগ দরবার শরীফের মাসিক মুখপত্র ‘আত্মার আলো’। এর জন্য আল্লাহতায়া’লার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

আমরা আশা করি, এ পত্রিকায় প্রকাশিত কেবলাজানের প্রতিটি অমূল্য রচনার মাধ্যমে বিশেষ করে তরিকতের ভাই-বোনেরা উপকৃত হয়েছেন। তরিকার সত্য এবং ন্যায়ের পথে আহ্বান বার্তা ছিলো কেবলাজানের নূরাণী লেখায়। ইসলামের ছোট-বড় প্রতিটি শাখা নিয়ে সুগঠিত যে সূফীবাদ, পরম সে সত্যের পথ ভুলে যাওয়া মানুষদের, কোরআন-হাদিস-ইজমা-কিয়াসের অখণ্ডনীয় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, বাস্তবমুখি বিদ্যার পাশাপাশি আধ্যাত্মবাদ চর্চার গুরুত্ব কতখানি! এছাড়াও আধ্যাত্মিকতা বা আত্মশুদ্ধির সাধনা জাগতিক সংসারধর্ম পালনের মধ্য দিয়েই যে করা যায়, সে সত্যও ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা কেবলাজান হুজুর বলেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্যের স্থান নেই। আপন আপন পীরের দেয়া পবিত্র অজিফা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে দৈনিক আমলের দ্বারা একজন মানুষ তার আত্মিক উন্নতি উপলব্ধি করতে পারেন। দেশ-বিদেশে অগণিত ভক্ত-আশেকান ও জাকেরান ভাই-বোনের কাণ্ডারী, ‘সূফীবাদই শান্তির পথ’ এ সব অমূল্য বাণীর প্রবক্তা খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর। তাঁর এ বাণীর মর্মকথা ধীরে ধীরে আমরা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করছি। এছাড়াও এল্‌মে তাসাউফ বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে, কিংবা গবেষণা করেন, কেবলাজানের সত্য সাধনালব্ধ এ সব রচনা, তাদের জন্য অবশ্যই অমূল্য নিয়ামত।

সম্মানীত পাঠক, আত্মার আলো’র বিগত সংখ্যাগুলোতে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের মহামূল্যবান লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি সংকলনগ্রন্থ। এ সংকলনের প্রতিটি লেখা আমাদের আশেক ও জাকের ভাই-বোনদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। কেননা তরিকতের জ্ঞানপিপাসু প্রত্যেক সালেকের কাছে কেবলাজানের লেখা বইটিতে অনেক অজানা ও অচেনা প্রশ্নের সরল উত্তর রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক মানুষের বাইয়াত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং তরিকতের আমলসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এ বইটি সংগ্রহে রেখে পাঠ করলে আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন। দরবার শরীফ থেকে প্রকাশিত মাসিক মুখপত্র ‘আত্মার আলো’ ছাড়াও রয়েছে, অজিফা (বাংলা ও ইংরেজি), শানে কুতুববাগী ও কেবলাজান হুজুরের মহামূল্যবান নসিহতবাণী। এগুলো সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন, তবেই কুতুববাগী কেবলাজানের বাণী প্রচারে অধিক স্বাদ ও আনন্দ পাবেন। মহান আল্লাহতায়া’লা আমাদের সঠিক সময়ে নিজেকে চেনা ও সত্যকে জানার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে ফোন করে যারা মাসিক আত্মার আলো‘র প্রশংসা করেছেন

২-এর পাতায় দেখুন

কামেল মুর্শিদ বা পীরের কাছে যাওয়ার অকাট্য দলিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বাসীগণ! তোমরা সত্যবাদিদের সঙ্গী হইয়া যাও। এই আয়াতে পীরকামেলর নিকট এবং সত্যবাদিদের কাছে যাওয়ার জন্য আল্লাহতায়া'লা হুকুম করেছেন। হে পাঠকগণ, আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, আল্লাহর আদেশ অমান্য করিলে তার পরিণাম কী হইতে পারে।

সুরা মায়িদাহ-এর ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়া'লা বলেন– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজ্বিনা আমানুত্ তাকুল্লাহা অবতাগূ ইলাইহিল অসীলাতা ওয়াজ্বাহিদু ফি ছাবিলিহী লা আল্লাকুম তুফলিহুন'। অর্থ : হে ঈমানদার বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে পাইবার জন্য উছিলা অন্বেষণ কর। তার পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো'। মশহুর তাফসিরে উছিলা দ্বারা শুদ্ধ মানুষ বা চৈতন্য গুরু ধরার কথা বলা হয়েছে। (এখানে 'চৈতন্য গুরু' দ্বারা কামেল পীর বা মুর্শিদ বুঝানো হয়েছে।)

সুরা ফতেহার ৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়া'লা বলেন– 'ইহ্দিনাছ্ ছিরাত'ল মুস্তাক্বীম" অর্থ : আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন'। ৬ নং আয়াত 'ছির ত্বোয়াল্লাজ্বীনা আন্ আম্তা আলাইহিম'। অর্থাৎ, 'সেই সকল মানুষের পথে, যাদেরকে আপনি নিয়ামত এবং বাতেনি চক্ষু দান করেছেন'। ৭নং আয়াত, গাইরিল মাগদুবি আলাইহীম ওলাদ-দ্বোয়াল্লীন'। অর্থ : সেই সমস্ত মানুষের পথে নয়, যেই সমস্ত মানুষ আপনার গজবে নিপত্তি এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে'। হুজুর পুরনূর (সঃ) এরশাদ করেছেন– 'ত্বোয়ালেবুল ইল্মি ফারিদ্বাতুন্ আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন'। অর্থ : প্রত্যেক নর-নারীর জন্য এলেম তলব করা ফরজ'। (রাওয়াহুল বায়হাক্কি ওয়া ইবনে মাযহা)।

আমরা জাগতিক বা জাহেরি শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রথমে মক্তব-মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল, কলেজ, ইউনির্ভাসিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করে থাকি। তেমনি আল্লাহকে পাওয়া এবং তার নৈকট্যলাভ করার জন্য, হক্কানি কামেল পীর বা আউলিয়াদের তরিকার পথ অনুসরণ করতে হয়। তাঁরা আত্মাকে এছলাহ্ বা আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি লাভের উদ্দেশ্যে, হরহামেশা অজিফা-কালাম, ধ্যান-মোরাকাবার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহতায়া'লার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে থাকেন।

মসনবি শরীফে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহ.) বলেন– 'এল্মে বাতেন হামসু মছকা এল্মে জাহের হামসু শির, কায়বুওয়াদ বে শরীরে মছকা বায় বুওয়াদ বে পীরে পীর'। অর্থ: জাহেরি শিক্ষার জন্য যেমন একজন মাস্টার বা শিক্ষকের কাছে যেতে হয়, তেমনি আত্মাকে এছলাহ্ বা নিজেকে চেনার জন্য একজন আধ্যাত্মিক গুরু বা কামলে পীর-মুর্শিদ ধরতে হয়। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী আরোও বলেন– 'খোদ বা খোদ কামেল না শোদ মাওলানায়ে রুম, তা গোলামে শামসে তিবরিযী না শোদ'। অর্থ: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা হইতে পারি নাই, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার পীরের পায়রবী করলাম। মাওলানা রুমী আরোও বলেন– 'দর হাকিকত গাশ্তায়ি দূর আয্ খোদা, গর শুভি দুর আয্ ছোহবতে আউলিয়া'। অর্থ : সত্যিকারে ওই ব্যক্তিই আল্লাহতায়া'লার নিকট হইতে দূরে আছে, যে ব্যক্তি অলি-আল্লাহর নিকট হইতে দূরে থাকে'। চার ইমামের প্রধান ইমামে আজম আবু হানফা (রহ.) বলেন– 'লাওলা ছিনতানে হালাকা নোমান'। অর্থ : আমি নোমান যদি দুই বছর আমার পীর ইমাম বাকের (রহ.) এর গোলামী না করতাম, তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম'। হে পাঠকগণ, এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, তিনি একজন এত বড় ইমাম হওয়া সত্যেও, তার পীর ইমাম বাকের (রহ.)-এর কাছে, নিজেকে একেবারেই আত্ম-বিলিন করে দিয়েছিলেন। অতএব, পীরকামেলের কাছে না গেলে আমাদের কী অবস্থা হইবে, আপনারাই ভেবে দেখুন।

মানুষের জীবনে একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডিগ্রিধারী, তারাই বড় শিক্ষক এবং জ্ঞানী। হতে পারে আবার নাও হতে পারে। হতে পারে যদি তাঁর মধ্যে 'এল্মে লাদুন্না' বা আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে। তা যদি না থাকে, তাহলে তিনি সেই শিক্ষক হতে পারেন না। 'এল্মে লাদুন্না' এমন এক বিশেষ জ্ঞান, যা আমাদের পার্থিব জগতের সকল জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বের বিষয়। এই অমূল্য জ্ঞানপ্রাপ্ত হন যাঁরা, তাদের শিক্ষা হল মানুষ হওয়ার শিক্ষা। এসব জ্ঞানী মানুষের মধ্যে এমন মানবীয় গুণাবলী থাকে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। তা না থাকলে তিনি কেমন করে আদর্শ শিক্ষক হবেন। এরকম একজন জ্ঞানী মানুষের সঙ্গলাভ করলে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে আমরাও সেই বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধান পাবো। এমনই একজন বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানী মানুষ খাজাবাবা কুতুববাগী। যাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয় আমার, আজ থেকে প্রায় নয় বছর আগে। ছোটবেলা থেকেই মনে মনে একজন আদর্শ মানুষ খুঁজতাম। যাঁকে নির্দিধায় অনুসরণ করা যায়। চারিদিকে তাকালে দেখি বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যেই ভেজাল। একজন সরল মানুষ, আদর্শ মানুষ পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের ব্যাপার। তেমনি একজন মানুষ আমার গুরু, আমার আদর্শ শিক্ষক খাজাবাবা কুতুববাগী।

আসলে কি জানেন, কিছু মানুষ আছে যারা স্কুল কলেজে যায় নাই। যাদের স্বাক্ষর জ্ঞান নাই, সাধারণভাবে আমরা যাদের অশিক্ষিত বা মূর্খ্য বলি। কিন্তু তারা মূর্খ্য নয়, তারা বকলম। লিখতে পড়তে পারে না। এইসব মানুষ সহজে বিশ্বাস করে নেয়। তার ফলে তারা পায়ও অনেক কিছু। কোন সাধক বলেন– 'বহু তর্কে দিন বয়ে যায়, বিশ্বাসে ধন নিকটে পায়'। আমার মত যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া, তারা সহজে কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। আমাদের যুক্তিবাদী মনে শুধু সন্দেহ। আমিও এই নয় বছরে কিছু কিছু বিষয় উপলব্ধি করেছি। তারই আলোকে কিছু বলতে চেষ্টা করবো। এই মহামানবের গুণাবলী নিয়ে লেখা আমার মত মহা মূর্খের জন্য চরম ধৃষ্টতা। তার পরেও কিছু না লিখে পারছি না। কেউ কেউ বলেন, খাজাবাবা কুতুববাগীর সুন্দর চেহারা মোবারক দেখেই আসলে মানুষ মুগ্ধ। কথা ঠিক, কিন্তু তারা যেটা জানেন না, তা হল এই সৌন্দর্য তাঁর জ্ঞানের জ্যোতি। তাঁর সান্নিধ্যে না আসলে আপনি বুঝতে পারবেন না। একজন মানুষ শুধু তার দৈহিক সৌন্দর্য দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। প্রথমত খাজাবাবার যে বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করে, তা হল তাঁর আদব। শুধু প্রতিটি মানুষকেই না, সকল সৃষ্টির প্রতি রয়েছে তাঁর অকৃতিম শ্রদ্ধাবোধ। আজকের দুনিয়ায় যেখানে বেয়াদবিই হল স্মার্টনেস, সেখানে এ রকম বিনয় সত্যিই বিরল। এটাও যাচাই করে দেখার অনুরোধ রইল।

> একজন বাবা যেমন পরম মমতায় তার সন্তানের দিকে তাকায়, তেমনি মমতার দৃষ্টি ফুটে ওঠে খাজাবাবা কুতুববাগীর মুখাবয়াবে, যখন তিনি ওই অতি দরিদ্র মুরিদ সন্তানের দিকে তাকান। খাজাবাবা বলেন– 'বাবা সবাই আমার সন্তান'

দ্বিতীয় আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট হল, তাঁর পরিমিত বোধ ও নিচু স্বরে কথা বলা। আমরা কারণে অকারণে কত কথা বলি। বেশি কথা বলে নিজেকে জাহির করাই যেন আধুনিকতা! আমি কখনও দেখিনি আমার মহান শিক্ষক অপ্রয়োজনে কোনো কথা বলেন। অনেক কথাই আমার মূর্খ্যতার কারণে বুঝতে পারি না। কিন্তু তাঁর কথামত ঘটনা ঘটার পরে বুঝতে পারি তাঁর কথা কতবড় সত্য। খাজাবাবা কুতুববাগীর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর কোমলতা। তিনি কোনো মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা বলেন না। তাঁর এই কোমল ব্যবহার কঠিনতম মানুষের মনও নরম করে দেয়।

আমার মহান শিক্ষকের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমাকে অবাক করে, তা হল মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। আমি দেখেছি একদিকে দেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রি, এমপি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বড় বড় ডিগ্রিধারী জ্ঞানী-গুণীজনেরা তাঁর কাছে আসেন। আবার অন্যদিকে সাধারণ খেটে খাওয়া দিনমজুরও আসেন, এদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তিনি সমান আন্তরিকতায় সবার সাথে মিশেন। সাধারণত যারা সমাজের উঁচুতলার মানুষ তাঁরা নিচুতলার মানুষদের সাথে মিশতে পারেন না। শুধু তাই না আমি দেখেছি, একজন অতি দরিদ্র মানুষও খাজাবাবার প্রিয়-মুরিদ, তার সকল বিষয় খাজাবাবার জানা। একজন বাবা যেমন পরম মমতায় সন্তানের দিকে তাকান, তেমনি মমতার দৃষ্টি ফুটে ওঠে খাজাবাবা কুতুববাগীর পবিত্র চোখে, যখন তিনি ওই অতি দরিদ্র মুরিদ সন্তানের দিকে তাকান।

খাজাবাবা বলেন– 'বাবা, আমার কাছে জাগতিক গরিব-ধনি বলে কিছু নেই, সবাই আমার সন্তান'।

এতক্ষণ আমি আমার অতি সীমিত অনুভূতি দিয়ে খাজাবাবা কুতুববাগীর অসীম আধ্যাত্ম কর্ম-সাধনা ও অপরিসীম ব্যক্তিত্বের সত্য ভাণ্ডার থেকে, ভাবনার কানভাসে সামান্য কিছু একটা আঁকার চেষ্টা করলাম। ভুল ত্রুটি খাজাবাবা মাফ করবেন, এ আশা এ গরিবের মনে। আসলে যারা খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্যে এসেছেন, তারা সবাই জানেন খাজাবাবার গুণাবলীর কথা। আমি গুনাহ্গারের চেয়ে অনেক ভালো জানেন। আমার এই লেখা বিশেষ করে তাদের জন্য যারা এখনো কুতুববাগ দরবার শরীফে আসেনি। তাদের বলি ভাই, সময় অত্যন্ত দ্রুত চলে যাচ্ছে, হেলায় হেলায় দিন ফুরিয়ে গেলে আফসোস হবে। আসলে আমাদের বাহ্যিক অবয়ব মানুষের মত কিন্তু সত্যিকার অর্থে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো কি আমি মানুষ? আর তা যদি বলতে না পারি, তাহলে একজন আদর্শ গুরু, সর্বোপরি আদর্শ মানুষের সঙ্গ লাভ করে মানুষ হওয়ার চেষ্টা তো করতে পারি। আমি অধম সেই মানুষ হওয়ার সাধনায় আছি।

ভারত সফর এবং কিছু স্মরণীয় ঘটনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পূর্বপুরুষদের একটি অংশের বসবাস। রাজধানী গোহাটি থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার দূরে অরুণাচল প্রদেশের কাছে এই বিশ্বনাথ, ওখান থেকে চীনের বর্ডার নিকটেই। পুরোপুরি অজানা পথ আমাদের। কুচবিহার শহরে এসে পৌঁছালাম বেলা দুইটার দিকে। দুপুরের খাবার সেরে, পূজা হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে, পথের তথ্য সহযোগিতা নিয়ে চলে গেলাম নিউ কুচবিহার রেল স্টেশনে। গো হাটির টিকিট কাটতে গিয়ে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়, সে যাবে গোহাটি। আমার স্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মুক্তি আমিনের সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেল ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তাকে তরিকতের দীক্ষা দিলেন আমার স্ত্রী। বাবাজান কেবলা অনেক আগেই দয়া করে, মহিলাদের তরিকতের ছবক দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন আমার স্ত্রীকে। রিজার্ভেশনের টিকিট না পেয়ে সাধারণ ক্লাসের টিকিট সংগ্রহ করে সন্ধ্যা সাতটার ট্রেণের অপেক্ষায় রইলাম। মহান মুর্শিদের শিক্ষানুযায়ি তাসাব্বুরে শায়েখ ও অজিফা আমল করতে থাকলাম দুজনেই। চারশো কিলোমিটার দূরের পথ গোহাটি ভাবছিলাম রিজার্ভেশনের টিকিট পেলে একটু রিলাক্সে যাওয়া যেত। কিন্তু তা আর টিকিটে হলো না, মনে মনে ঠিক করলাম রিজার্ভেশনেই যাবো, মুর্শিদের নাম নিয়ে উঠে পড়বো তার পর যা হয় হবে। এক ঘন্টা বিলম্বে রাত আটটায় ট্রেণ আসলো, সাধারণ ক্লাসের টিকিট নিয়ে উঠলাম রিজার্ভেশন ক্লাসে। সঙ্গে থাকা ভদ্র মহিলা ভয় পেয়ে বললো, দাদা, এই বগিতে উঠলে অনেক টাকা জরিমানা করবে রেলের অফিসাররা। বললাম, মুর্শিদ-গুরুর দয়া আছে, আসুন কিছু হবে না। উঠে পড়লাম। দেখি তিনটি সিটই খালি আছে, মহান মুর্শিদের উছিলা নিয়ে আমরা বসে পড়লাম। আশেপাশে যাত্রীদের টিকিট চেক হলো, কিন্তু ভদ্র মহিলাসহ আমাদের টিকিট চেক না করে চেকাররা চলে গেলেন। রাত দুইটার দিকে পৌঁছে গেলাম গোহাটি, ভদ্র মহিলা আমাদের মোবাইল নাম্বার নিয়ে বিদায় মুহূর্তে বললেন, আপনারা অসাধারণ গুরুর শিষ্য!

৩০ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গোহাটিতে আগমন করবেন এবং জনসভায় ভাষণ দেবেন। সেই জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল গোহাটিসহ গোলযোগপূর্ণ সারা আসাম রাজ্যে। যা হোক, রাতটুকু দুজনে মিলে স্টেশনে প্লাটফর্মে বসে এবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দিলাম। ভোর ছটার বাসে বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে, পথে যেতে যেতে দেখলাম সেনাবাহিনী প্রায় সকল বাসযাত্রী ও পথচারীর ব্যাগসহ অনেকের শরীর তল্লাশি করছে। কিন্তু আমাদের কেউ কিছু বললো না। বরং আমরাই তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে ওই দূর অচেনা পথের সন্ধান জেনেছি। তারা আমাদের ভদ্রতার সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন গন্তব্যের পথ। আমি আর আমার স্ত্রী অবাক হয়ে বলাবলি করছিলাম ব্যাপার কি! প্রায় সবাইকেই তো তল্লাশি করছে কিন্তু আমাদেরকে তো কিছুই বলছে না বরং সহযোগিতাই করছে। আমার স্ত্রী বললো, বাবাজানের দোয়ার বরকতেই হচ্ছে এসব। এভাবে চলতে চলতে দুই রাত, দুই দিন কেটে গেল ট্রেণ আর বাসে, বেলা দুইটার দিকে পৌঁছে গেলাম, আমার পিতার আপন চাচা আসাম রাজ্য সরকারের সাবেক স্বাস্থ্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রী নুরজামাল সরকার। তিনি ওখানে বহুদিন থেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, সেই সুত্রে বিশ্বনাথ আমার দাদাবাড়ি। বাড়িতে পৌঁছালে দীর্ঘ বছর পর আমাদের পেয়ে একটা আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হলো। একটানা প্রায় পনেরশো কিলোমিটার রাস্তা ভ্রমণে আমরা ভিষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু দয়াল নবীজির সত্য তরিকায় কেবলাজানের বাণী ও মহান মুর্শিদের ছবি মোবারক দেখে, মুর্শিদ কেবলাজানের আরও গুণাবলির কথা শোনার জন্য, অধিক আগ্রহ প্রকাশ করলেন বাড়ির সবাই। কেবলাজানের শিক্ষা ও আদর্শের বাণী দিয়ে খুব অল্প কথায় তাদের বলার চেষ্টা করেছি যে, এই জীবনে যদি একজন কামেল পীর-মুর্শিদ থাকে উছিলা, তবে পরকালে জন্য মুক্তি বা বেহেশত-স্বর্গের ভাবনা থাকে না। কামেল গুরুর শিক্ষাই জগতে প্রকৃত শিক্ষা। অনুভব করলাম, মুহূর্তের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্লান্তির রেশ আর রইলো না। বাড়ির সবাই বললো, এ দেশে মুসলমানদের পরিস্থিতি বর্তমানে খুবই খারাপ, এর মধ্যে কীভাবে আসলেন? তার ওপর আপনাদের সাথে রয়েছে ইসলামী পত্রিকা। পথে আপনাদের তল্লাশি করেনি? আমি বললাম দয়াল নবীজির সত্য তরিকার বাণী আর মহান মুর্শিদের উছিলা নিয়ে যাত্রা করেছি, আমাদের ভয় কিসের? বাবাজানের দোয়ায় নিরাপদেই তো আসতে পেরেছি। মুর্শিদের দয়ার কথা বললে শেষ হবে না।

আমাদের ভিসার মেয়াদ আছে আর চার দিন। তাই পরদিনই বিশ্বনাথ থেকে চলে আসতে হলো জলপাইগুড়িতে। বাবাজান কেবলা দয়া করে আমি গুনাহ্গারকে তরিকার ছবক দেয়ার হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বাবাজানের নামে কিছু সংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু ভাইদের তরিকতের ছবক দিয়েছি। তারা বাবাজানের ছবি মোবারক দেখে অনেক ভক্তি ও বিশ্বাস করেছেন যে, কুতুববাগী কেবলাজান সত্যিকারের মোজাদ্দেদ কামেল গুরু। আমরা তাঁর পবিত্র ছবি দেখে এবং তাঁর তরিকতের নসিহতবাণী পেয়ে ধন্য হয়েছি, ভগবানের কাছে আশা করি তাঁকে সরাসরি দেখার। আমাদের মুর্শিদ কেবলা কুতুববাগীর নামে ধুপগুড়িতে আমার স্ত্রীও অনেক মহিলাকে তরিকার ছবক দিয়েছেন। মুসলমান মহিলাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর, তরিকতের আমল ও মুর্শিদকে স্মরণ করতে বলেছেন এবং স্মরণের মাধ্যমেই একদিন না একদিন বাস্তবে দেখা পেয়ে যাবেন আপন মুর্শিদের। ধ্যান-মোরাকাবা করবেন।

প্রিয় পাঠক, এই সফরের সব চেয়ে স্মরণীয় এবং অলৌকিক বিষয় হল, আট দিনের সফরে থাকা অবস্থায় বাসে, ট্রেণে, পায়ে হেঁটে যখন যেখানে গিয়েছি, সেখানেই কেবলাজানের শরীর মোবারকের বেহেশতি সুঘ্রাণ পেয়েছি। আমরা বাবাজানের সামনে বসে তালকিন নেয়া বা অন্যান্য যে কোন সময় একটা বেহেশতি আতরের মনোমুগ্ধকর ঘ্রাণ পাই। বার বার মনে হচ্ছিল, বাবাজান আমাদের সঙ্গেই আছেন। কল্বে রুহানিভাবে তো আছেনই, বাস্তবেও আছেন। আমরা সরাসরি দেখতে না পেলেও বাবাজান ছায়ার মত সঙ্গে থেকে, বিদেশের অচেনা পথ নিজের চোখে দেখিয়ে এনেছেন। পাঠক ভাই-বোনদের এ কথা বিশ্বাস হলো কি না জানি না, তবে আমরা যেটা সত্য উপলব্ধি করেছি, তা-ই লিখে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের বাণী প্রচারের মুখপত্র মাসিক 'আত্মার আলো' এর কল্যাণে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

মাসিক 'আত্মার আলো'

এবং নিয়মিত পাঠক হয়েছেন, তাদেরকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ। আল্লাহর রহমতে আপনাদের চাহিদা অনুযায়ি মাসিক আত্মার আলো'র প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সকল আশেকান-জাকেরান ভাই ও বোনেরা তাদের উপলব্ধি ও সুচিন্তিত মতামত লেখনির মাধ্যমে আত্মার আলো' পত্রিকায় বৈচিত্র এনেছেন, তাদেরকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। সূফীবাদের পূর্ণাঙ্গ একটি মাসিক পত্রিকা 'আত্মার আলো' পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে, আমরা আনন্দিত এবং নিয়মিতভাবে আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে, আমাদের মত পাপীতাপী গুনাহ্গারদের ঋণের কোন শেষ নেই! দেশ-বিদেশে অগনিত ভক্ত-আশেক- জাকেরের মায়ার টানে, সত্য তরিকার বাণী বয়ে সফর করে চলছেন অবিরাম...।

আবার দরবার শরীফের হুজরায় নিত্য নতুন-পুরনো অসংখ্য জাকের-মুরিদের নাশিল শুনছেন। প্রতিনিয়ত এমন হাজারো কর্ম-ব্যস্ততার পরেও, মানুষের সার্বিক কল্যাণার্থে কেবলাজানের কাছে বারবার আমাদের অনুরোধ যে, বাবা আমরা তো শুনছি আপনার নূরাণী বাণী, কিন্তু যারা দরবারে আসতে পারেন না, তাদের জন্য হলেও 'আত্মার আলো'তে আপনি কিছু বাণী প্রকাশ করুন। আশেকদের অনুরোধ খাজাবাবা কবুল করলেন এবং তরিকতের আলোকিত সত্যগুলো সহজ-সরল ভাষায় লিখে তুলে ধরছেন। মুর্শিদ কেবলাজানের কাছে, এই দোয়ার বরকত ভিক্ষা চাই। মহান আল্লাহতায়া'লা যেন, এ সব নূরাণী তাফসির ও অমূল্য বাণীর আলো দুইপাড়ে আমাদের পাথেয় করে দেন। আমিন।

লেখা ও বিজ্ঞাপণ আহ্বান

মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায়, সূলভ মূল্যে রঙিন বিজ্ঞাপণ ছাপিয়ে আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে আমরাও সামান্য ভূমিকা রাখতে চাই।

ইলমে তাসাউফ-সূফীবাদ সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা ও চেতনা লেখার মাধ্যমে যদি প্রকাশ করতে চান কিংবা আত্মার আলো'তে প্রকাশিত লেখা নিয়ে কোন মতামত থাকে, তবে পাঠিয়ে দিন আমরা গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করবো ইন্শাআল্লাহ্। লেখা ও বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ–

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো/কুতুববাগ দরবার শরীফ
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৬৪৫৯০০৪, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ০২-৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

মানবসেবাই পরম ধর্ম
–খাজাবাবা কুতুববাগী

আই সি ইউ ও লাইফ সাপোর্ট পাওয়া যায়
২৪ ঘন্টা সেবা দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত

মুসলিম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
পরিচালনায়
মোহাম্মদ আবু হানিফ

সমগ্র বাংলাদেশে মৃত দেহ বহন করা হয়

বি:দ্রঃ রোগীদের জন্য এসি, নন এসি গাড়ি, অক্সিজেন ও লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ির ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ : ০১৭১৬২৬৯০৩৮ ও ০১৮১৯২৭১০৫৭
ঠিকানা : ৭/৪ ব্লক- সি, লালমাটিয়া মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

কুতুববাগী কেবলাজান মানবসেবা ও সম্প্রীতির কথা বলেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গাড়ি নিয়ে ছুটছে স্বপ্নে পাওয়া ইসলামের পেছনে। অথচ আমার মুর্শিদ কেবলাজান বলেন কোরআন-হাদিসের সত্য বাণী যে, ইসলাম এসেছে ধ্যান-মোরাকাবার মাধ্যমে। স্বপ্নে নয়। গাছের শিকড় বা গোড়াকে অস্বীকার করে মগডালে কেউ যেতে পারে? এক কথায় পারে না। আজ আমরা ইসলামের মূল শিক্ষা 'সূফীবাদ' থেকে দূরে আছি বলেই, পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে কঠিন রোগ, বড়রকম বিপর্যয় আর হিংসা-বিবাদ লেগেই আছে। দিকে দিকে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় চলছে, শুধু নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না। রঙ্গ-রসের জৌলুসে বুদ্ হয়ে নিত্য প্রয়োজনের ফাপড়ে ভুলে যাচ্ছে আপন-পর! এখনই রোধ করা প্রয়োজন। নইলে যেমন অকালে মানুষ মরে, তেমনি হঠাৎ একদিন পৃথিবীও অকালে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গৌরব, অর্থ-সম্পদের বাহাদুরির কারণে, অন্তরের কোমল ঘরে মিথ্যা দাম্ভিকতার শক্ত দেয়াল উঠে যায়। সে দেয়াল না ভেঙে কবরে গেলে আমাদের খবর আছে! এখন প্রশ্ন জাগছে, দেয়াল ভাঙবো কেমন করে? এ দেয়াল ইট-পাথরের না, ভাঙতে হলে মুর্শিদের সাহায্য লাগবেই। কামেল মুর্শিদ আল্লাহ নামের জিকির 'আল্লাহু' নামক রহমতের একটা হাতুরি দিবেন, যে হাতুরি পেটানোর স্থান, কাল্‌বের ছবক দিয়ে চিহ্ন করে দিবেন।

সূফীবাদ চর্চার অভাবে রোবটের যুগে মানুষও যেন, রোবটের মতো আচরণ করছে! যার প্রতিফলন সমাজ থেকে ধীরে ধীরে আদব, শ্রদ্ধা-স্নেহ-মায়া, মহব্বত, বিশ্বাস-ভক্তি হারিয়ে যেতে বসেছে। হায় আল্লাহ! এভাবে চলতে থাকলে আপনার তরফ থেকে, না জানি অচিরেই নামতে পারে অসহ্যকর আযাব ও গজব। হে পরওয়ারদিগার! আপনার বন্ধু কামেল পীর-মুর্শিদদের প্রতি, বিশ্বাস আনতে আমাদের সাহায্য করুন। যেন পৃথিবী হয়ে ওঠে সকল প্রাণির জন্য নিরাপদ আবাসস্থল আর পরকালে আমাদের মুক্তির পথ চিরস্থায়ী হয়। আমিন।

কুতুববাগী কেবলাজানের ভক্ত-আশেক যারা দয়াল নবীজি (সঃ)-এর সত্য তরিকার অমূল্য বাণী প্রচার করছি, আমরা প্রায়ই একটা কমন প্রশ্নের মুখোমুখি হই, কুতুববাগের পীরসাহেব কি রাজনীতি করেন? বিনয়ের সাথে বলি- না, তিনি কোনরকম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। জামানার মোজাদ্দেদ হিসেবে যাঁরা আল্লাহর মনোনীত হন, তাঁরা জাগতিক পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে কোন মতবেধ রাখেন না। তাঁরা শুধু এক আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর সত্যাদর্শের একান্ত অনুসারি। এখন যদি প্রশ্ন করেন, নিরপক্ষ বলে কিছু আছে? মানুষ তো কোন না কোন পক্ষ নিয়ে বাঁচে। তিনি নিরপেক্ষ হন কীভাবে? এমন প্রশ্ন যদি এই ক্ষুদ্র প্রচারকের কাছে কেউ রাখেন, বিনয়ের সঙ্গে তাদের বলতে চাই, ছোটবেলায় আদর্শলীপি বইয়ে পড়েছি, এক-এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, তিন-এ নেত্র, চার-এ বেদ, পঞ্চ বান ইত্যাদি। এই যে 'দুই-এ পক্ষ' একথা বাস্তবে যেমন সত্য, তেমনই হাকিকতেও পক্ষ দুটি। এর একটি দ্বীন অপরটি দুনিয়া। অতএব, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান অবশ্যই দ্বীনের পক্ষে এবং আমরা তাঁর সেই আলোকিত সত্য তরিকার অনুসারী যাত্রী।

মানবসেবার জন্য কুতুববাগ দরবার শরীফে চব্বিশ ঘন্টা মোজাদ্দেদিয়া লঙ্গরখানা চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ঐতিহাসিকভাবে আমরা জানি মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ইমাম শায়খ আহাম্মদ শেরহিন্দি, কাইউমে জামানি রাফিয়েল মাকানি হযরত মোজাদ্দেদ আল ফেসানী আল ফারুকী (রহ.)-এর দরবার শরীফের লঙ্গরখানায়, ঐ সময়ে প্রতিদিন চৌদ্দ মন লবন লাগত। প্রিয় পাঠক-ভাই-বন্ধুগণ, একবার চিন্তা করে দেখুন তো, কি পরিমাণ মানুষ দৈনিক তাবারক খেত? মহান স্রষ্টার অপার মহিমায় কুতুববাগ দরবার শরীফের মোজাদ্দেদিয়া লঙ্গরে সেই ধারাবাহিকতা বিরাজমান। দিনের যেকোন সময় আর রাত্রি যতো গভীরই হোক, কোন সাক্ষাৎ প্রার্থী বা আগন্তুক মিসকিন এলে, লঙ্গরের জাকের-কর্মী ভাইজানেরা সব সময় হাসিমুখে তাবারক বিতরণ করতে পারলেই খুশি, এটাই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শিক্ষা। বলুন তো, শুধু ঢাকা শহরেই না, বাংলাদেশের কোথাও এমন নজির আছে কি? যে দরবারের লঙ্গরে বিনামূল্যে চব্বিশ ঘন্টা তাবারক বিতরণ হয়? আমাদের মুর্শিদ কেবলাজানের নূরাণী জবানে

> যিনিই রাষ্ট্র প্রধান হোন না কেন, তিনি কোন না কোন দলের নেতা। অতএব, তিনি কমবেশি দলীয়করণ করবেন, তা গোপন করার কিছু নেই। কিন্তু একজন কামেল পীর-মুর্শিদ কখনোই দুনিয়াবি চিন্তা করেন না, তিনি শুধু এক আল্লাহতায়া'লা এবং রাসুল (সঃ)-এর একমাত্র আলোকিত দ্বীন, সেই দ্বীনের পথে অগ্রপথিক। এভাবে যুগে যুগে যাঁরা মহান আল্লাহতায়া'লার বাণী বহন করে এসেছেন, তাঁরা দুনিয়াতে রাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষের দূর্বিসহ আগুনের হাত থেকে দূরে থাকেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরও এর বিপরীত নন

প্রায় সময় বলতে শুনি- বাবারা, মোজাদ্দেদিয়া লঙ্গরখানার এই তাবারক যদি সারাদেশের মানুষও এসে খায়, তবু এ ভাণ্ডারে টান পড়বে না। সত্যিই তাই, যারা কয়েক বছর ধরে কেবলাজানের অনুগত আছি, তারা এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছি। এবারের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায়, দু'দিনব্যাপী নারী-পুরুষ মিলে অগনিত মানুষ তাবারক খেয়েছেন। সাতান্নটি চুলায় বিরামহীন রান্না হয়েছে, কয়েক শত গরু, মহিষ কোরবানী হয়েছে। ওরছ শরীফ শেষে, পরদিন রাতে কেবলাজানের সঙ্গে আনোয়ারা উদ্যানে 'ওরছ শরীফ চলাকালীন অস্থায়ী মালখানায়' গিয়ে দেখি- একি! ওরছ শরীফ শুরুর দিন যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুদ ছিল, এত মানুষ দু'দিনব্যাপী খাওয়ার পর এখনো ঠিক তেমনই আছে। সোবহানআল্লাহ! আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, হঠাৎ কেবলাজান বললেন, কিরে বাবা, মাল-সামান সবইতো রয়ে গেল, কিছুই তো খেতে পারলো না! আবার বললেন, এই ওরছ শরীফে তামাম দুনিয়ার মানুষও যদি খায়, তবুও টান পড়বে না। কারণ, এটা মোজাদ্দেদের ভাণ্ডার, এ ভাণ্ডারে কেউ কোনদিন টান ফেলতে পারে নাই, পারবেও না। এ লঙ্গরের এক লোকমা তাবারক জটিল-কঠিন রোগের শেফা-ঔষধ হিসেবে কাজ করবে। এ তাবারক যারা খায় মহান আল্লাহতায়ালা তাদের রোগ মুক্ত করে দেন। তাই, এ লঙ্গরখানায় যারা খায়, যারা খাওয়ায় উভয়েই জান্নাতী। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের এই যে অবিস্মরণীয় কেরামত, তা শুধু যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে অতি নিয়ামতপূর্ণ। অবিশ্বাসীদের কাছে হাস্যরসের খোরাক হতে পারে। তাই এখানে একটি কথা বলতে চাই, একজন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগির সামনে যত মজাদার খাবারই দেয়া হোক, সে বিরক্ত হবে। কারণ সে খেতে পারছে না এ জন্য নয়, মুখে রুচি নেই এবং এ খাবার তার হজম হবে না। অতএব, ডায়রিয়া রোগ শুধু মানুষের পেটেই হয় না, কিছু কিছু মানুষের মনেও হয়ে থাকে! আবার কেউ কেউ জিলাপির প্যাচ দিয়ে বলেন– বাংলাদেশের প্রায় সব পীরসাহেবইতো রাজনীতি করেন, আপনাদের পীরসাহেব কেন রাজনীতি করেন না? তাদের জন্য বলি, দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর হয়ে কারো পক্ষে গেলে সেখানে বিপক্ষও এসে যায়। তখন আর নিরপক্ষ থাকা যায় না। যেমন আমরা জানি একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অবিভাবক হলেন সরকার এবং সরকারের দায়িত্ব সুশাসনের মাধ্যমে জনগণকে সমান দৃষ্টিতে পরিচালিত করা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের যা করুণ অবস্থা, এর মধ্যে বাংলাদেশ কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষে তা কি সম্ভব? হয় তো সম্ভব না। কারণ, যিনিই রাষ্ট্র প্রধান হোন না কেন, তিনি কোন না কোন দলের নেতা। অতএব, তিনি কমবেশি দলীয়করণ করবেন, তা গোপন করার কিছু নেই। কিন্তু একজন কামেল পীর-মুর্শিদ কখনোই দুনিয়াবি চিন্তা করেন না, তিনি শুধু এক আল্লাহতায়া'লা এবং রাসুল (সঃ)-এর একমাত্র আলোকিত দ্বীন, সেই দ্বীনের পথে অগ্রপথিক। এভাবে যুগে যুগে যাঁরা মহান আল্লাহতায়া'লার বাণী বহন করে এসেছেন, তাঁরা দুনিয়াতে রাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষের দূর্বিসহ আগুনের হাত থেকে দূরে থাকেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরও এর বিপরীত নন। তিনি মানুষের অতি মূল্যবান বস্তু আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা, নামাজে হুজুরি (একাগ্রতা) অর্জনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ মানুষ হতে শিখান। যে মানুষের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে নানা ধর্মের, নানা বর্ণের এবং নানান ভাষাভাষি প্রায় সাড়ে ছয়'শ কোটি মানুষ। কিন্তু যে যে-ই ভাষাতে কথা বলি না কেন, সব ভাষাই আল্লাহথায়া'লা নির্ভুল জানেন। আবার যার মুখে ভাষা নেই 'বোবা' তার অন্তরের না বলা ভাষাও বুঝতে পারেন। এখন কথা হলো আল্লাহতায়া'লা আমাদেরকে পবিত্র কোরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে একাগ্রতার পথে চলতে বলেছেন। যে পথের দিশারী করে রহমতের ভাণ্ডার দিয়ে পাঠিয়েছেন দয়াল নবীজিকে। সেই দয়াল নবীজি রাসুল (সঃ) আরাফাতের ময়দানে শেষ ভাষণে সম্মানীত সাহাবাগণের প্রশ্নত্তরে বলেছেন, পবিত্র কোরআনের বাণী এবং তাঁর আহলে বায়েতকে আকড়ে ধরতে। যারা এ দুটিকে মেনে চলবে তারাই হবে জান্নাতি, (বোখারী শরীফের হাদিস)। সম্মানীত পাঠক ভাই-বন্ধুগণ, এখন নিজ নিজ অন্তরের খবরাখবর নিজেদেরই বোঝা উচিৎ যে, আমাদের বিশ্বাস এবং আমল দ্বারা কে কতটা কাঙ্ক্ষিত জান্নাতের উপযুক্ত হয়েছি? এমন প্রশ্নে সিংহভাগ মানুষই বলবেন, তারা আল্লাহর এবাদত করেন এবং পবিত্র কোরআনের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ি জীবন-যাপন করেন। অথচ তারা পবিত্র কোরআনের মর্মমূলে সর্বময় ভেদের জ্ঞানী রাসুল (সঃ)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলছে না। এর প্রধান প্রমাণ রাসুল (সঃ)-এর একান্ত অনুসারি কিংবা উত্তরসুরি আহলে বায়েতকে তারা মানতে চায় না। আমার কাছে কোন যুক্তিতেই মেলে না যে, নদীতে ধরণী ছাড়া একটি বিশাল সাঁকো, মাথায় বোঝাবাহী একজন মানুষ কীভাবে পাড় হবে? এক সময় সে বোঝার ভারে হেলে দুলে হঠাৎ নদীতে পড়বেই। অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন যদি হয় পথ বা সাঁকো, তবে রাসুল (সঃ)-এর আহলে বায়েত হলো ওই পথের দিশরী কিংবা সাঁকোর ধরণী। যাঁদের উছিলা নিয়ে পাপের বোঝা হাল্কা করে, নিমিষেই পুলসিরাত পাড় হওয়ার একমাত্র উপায়। এ যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই বুঝবেন যে, রাসুল (সঃ)-এর পবিত্র হাদিস অনুসারে কোরআন এবং আহলে বায়েত, এ দুটো সমান ও শক্তভাবে পরম বিশ্বাসে আকড়ে ধরতে না পারলে, জান্নাতে প্রবেশ দূরে থাক, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

এই জরাগ্রস্থ দুনিয়ার পক্ষ নিয়ে যারা বেঁচে থাকতে ভালোবাসে এবং নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ভাবেন তাদের কাছে, এ কথার মর্ম কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এ কথা চরম সত্য যে, সূফীবাদের আলোকে যদি জীবনকে পরিচালিত করা যায়, তাহলে সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, নৈরাজ্য এবং ঘাত-প্রতিঘাতের লেলিহান শিখা চিরতরে নিভে যাবে। তখন পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ-তথা রাষ্ট্রের প্রতি সবার আন্তরিক মনোভাবের উদয় হবে এবং সবাই মিলে অনাবিল এক সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ।

কামেল মুর্শিদের শিক্ষাই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাকিকত ও মারেফত। তরিকতের শিক্ষা মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা, পরিপক্কতা, সার্থকতা ও সফলতা এনে তরিকতপন্থীকে মকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছে দেয়। ইসলামের নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ি জীবন-যাপন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। কেননা পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে যে, ইসলামের জীবন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অন্যকোন জীবন ব্যবস্থাই আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। কীভাবে মানবজাতির ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনধারায় যাতে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বিধান করা এবং জীবনের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা যায়, তারই শোধনাগার হলো কুতুববাগ দরবার শরীফ। দয়াল মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী যে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাতে মারেফতের উচ্চস্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হন সাধারণ আশেকান-জাকেরানও। তিনি শিক্ষা দেন কীভাবে সহজ-সরলতার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সাধনা, আরাধনা-উপসনায় নিমগ্ন হওয়া যায়। যে সাধনা প্রিয় নবী (সঃ) নিজে করতেন। এ ধরনের আত্মার উৎকর্ষ সাধনের পর অবশ্যই আপনি তখন জাগতিক লোভ-লালসা ও মোহ-মায়া থেকে নিরাসক্ত হতে সক্ষম হবেন।

তরিকতপন্থী সালেকের জন্য তরিকতের অজানা-অচেনা পথ চলার জন্য, এমন একজন দিশারী বা কামেল মুর্শিদের প্রয়োজন, যে মুর্শিদ আপনাকে আমাকে পথ দেখিয়ে সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিবেন। আপদে-বিপদে সালেকদের সাহায্য করবেন আপন মহিমায়। তরীকতের সাধন-ভজনকালে সালেকের নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, নানা প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে, নতুন নতুন তত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। মুর্শিদে পূর্ণ সমর্পিত একজন আশেক তার মাশুকের সাথে বিনা তারে সংযোগ তৈরি করে আত্মবিভোর হলে, হৃদয়ে সৃষ্টি হয় আল্লাহপাকের সরণ-জিকির। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দয়াল নবী (সঃ) আল্লাহর প্রেমে সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন। তিনি আল্লাহর সরণে সর্বক্ষণ ডুবে থাকা অবস্থায় সংসারধর্ম করতেন। প্রত্যেক সাহাবিই রাসুল (সঃ)-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তরিকতের বাইয়াত শুধু এখন আর তখনই না কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে। রাসুল (সঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্য আঁধারে আলোর দিশারী। তাঁর দেখানো পথ ধরেই আউলিয়াগণ লাভ করতে পেরেছেন সত্যের সন্ধান, পেয়েছেন বেলায়তের উত্তরাধিকারী, হয়েছেন তরিকতের শাহানশাহ। তাই সাধারণ মানুষের কর্তব্য তরিকতপন্থী কামেল পীর বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা। মুর্শিদের দেয়া ছবক আমল-অজিফা নিয়মিত পালন করা। পীরের দেয়া শর্ত পালনে সক্ষম মুরিদকেই তরিকতের গোপন রহস্য সম্পর্কে মুর্শিদ অবহিত করে থাকেন। সূফীবাদ হলো রিয়াজত-মোশাহেদার পথ, আত্মসংযম ও কঠোর সাধন-ভজনের পথ। যে পথে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মিথ্যা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, জাগতিক ধন-সম্পদের অহংকার ও লোক দেখানো এবাদত নেই। আছে শুধু পাপের রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে, নিস্পাপ অন্তর নিয়ে পরপারে স্থায়ী ঠিকানায় চির শান্তিতে বসবাসের নিশ্চয়তা।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

যমুনা এ্যাম্বুলেন্স ও ফ্রিজিং সার্ভিস

সমগ্র বাংলাদেশে রোগীদের সেবায় ২৪ ঘন্টা নিয়োজিত
লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ির সাথে মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর
মোঃ লিটন খান
ফোন : ০২ ৯১৪৫৫৫৭, ০১৭১৪৩৬০৯৮৮
০১৯১৯৯২২২৯
www.jamunaambulance.com
www.facebook.com/jamunaambulance

ঢাকা মহানগরীতে গরিব, অসহায় ও এতিমদের জন্য ফ্রি সার্ভিস দেয়া হয়।

ঠিকানা : সি.এন.এস টাওয়ার ৪৩/ আর/ ৫-এ ইন্দিরা রোড পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা ১২০৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

কুতুববাগ প্রিপারেটরী স্কুল

২৭ হাজী দিল মোহাম্মদ এভিনিউ, ঢাকা উদ্যান, মোহাম্মদপুর ঢাকা ১২০৭

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

বিষয় : (ক) বাংলা ভার্ষণ (খ) মানবিক
(গ) বানিজ্য (ঘ) বিজ্ঞান শাখা

২০১৪ সালের পি.এস.সি পরিক্ষায় মোট ২০ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন 'এ+' পেয়েছে।
বাকি একজন 'এ' গ্রেডে উন্নিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশই আমাদের সাফল্য

যোগাযোগ : ০১৯১৮৫০৪৬৫৬, ০১৯৭৭৪২৫৯৮৪
ই-মেইল : kbsp2009@yahoo.com

কুতুববাগী কেবলাজান মানবসেবা ও সম্প্রীতির কথা বলেন

সেহাঙ্গল বিপ্লব

আমার মহান মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের অশেষ দোয়ার বরকতে আমি অধম নালায়েক, তাঁর অসামান্য দীক্ষা-দান ও জীবনাদর্শের কিছু কথা, নিজের অনুভূতি দিয়ে লিখতে চেষ্টা করছি।

আল্লাহতায়া'লার সকল সৃষ্টির জন্য সংবিধানস্বরূপ পবিত্র কোরআনের দু'রকম অর্থ, শরিয়ত ও মারেফত। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজ্‌তবা (সঃ)-ই এর ধারক এবং বাহক। তাঁর প্রবর্তিত সত্য ইসলামের মধ্যে যেমন, পারিবারিক ও পারিপার্শিক পালনীয় শরিয়তের অনুশাসন আছে, তেমনি আল্লাহর বান্দাদেরকে মারেফতের শিক্ষা অর্জনের কথাও বলেছেন। আল্লাহতায়া'লার নিগুঢ় তত্ব-ভেদ 'মারেফত' যা অপ্রকাশ্য, এর জ্ঞান কামেল মুর্শিদের দীক্ষা কাছে পাওয়া যায়। কামেল মুর্শিদ অন্বেষণকারীরা তাঁর সন্ধান পেলে তাঁর কাছে বাইয়াত নিয়ে সত্য সাধুর সদয় বলে সেই জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। মারেফতের জ্ঞান আমল ছাড়া আল্লাহতায়া'লার প্রিয় বান্দা মমিন হওয়া যাবে না। জগৎবিখ্যাত সুন্নি চিন্তাবিদগণের গবেষণা, তাফসির এবং তাঁদের যুক্তিনির্ভর মতামত সম্বলিত যুগান্তকারী বইপুস্তক আছে, যা পাঠ করলে, আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে মনের ময়লা। তখন পীর-মুর্শিদ বা উছিলার ব্যাপার জানতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে বিশ্বনন্দিত আলেম ও সূফীবাদের প্রচারক মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (রহ.) ও শেখ সাদি (রহ.)-এর লেখায় ফুটে আছে। মমিন হতে গেলে মারেফতের শিক্ষাও দরকার, মমিন ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হয় না।

শরিয়ত ও মারেফত শিক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার নিগুঢ় রহস্যের খোঁজ পাওয়া যায়। তখন আল্লাহর এবাদতে অনাবিল আনন্দ আসে। যারা সত্যের কাছে সমর্পিত, তারা মিথ্যার আবরণ যতই লোভনীয় আর চাকচিক্য হোক, সে দিকে তাদের টান থাকে না। গুরুর দেয়া আমল চর্চা সাধনায় নিজেদের অন্তরাত্মাকে পরিস্কারের চেষ্টা করেন। আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর হুকুম অনুযায়ি আখেরী নবীজির ওফাতের পর, আহলে বায়েতের সময় শুরু। খোলাফায়ে রাশেদিনগণের হাত ধরে ক্রমান্বয়ে মারেফতের অফুরন্ত গুপ্ত ভাণ্ডার, এ জামানায় মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় বিদ্যমান। এ তরিকার একমাত্র খেলাফতপ্রাপ্ত পীর-মুর্শিদ, আমার সত্যগুরু খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। যাঁর কিরণে পৃথিবী আলোকময়,

তবু ওরে অন্ধ মানুষ চিনতে লাগে ভয়!

কুতুববাগ দরবার শরীফ মানুষের অন্তরাত্মাকে শুদ্ধ করার এমনই এক মহৎ শিক্ষালয়, যে শিক্ষালয়ের শিক্ষক-গুরু কুতুববাগী কেবলাজান, সমাজ থেকে অরাজকতা ও কলুষতার পথ পরিহার করে, মানুষকে শান্তি ও সম্প্রীতির পথে আহ্বান জানান এবং মানবসেবার কথা বলেন। এ সত্য চর্চার ভিতরে থেকে, জাগতিক সংসার-ধর্ম পালন করেও, কীভাবে খাঁটি মানুষ হওয়া যায়, সেই বাস্তবমুখি শিক্ষাদেন। শুধু সংযম শিক্ষার অভাবেই দিনের পর দিন পৃথিবী ধ্বংস আর অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। সঠিক জ্ঞান ও যুক্তির অভাবে দেশে-বিদেশ এক শ্রেণীর ওয়াজকারী, মৌলভিসাহেব আছেন, 'যারা চৈত্র মাসের ওয়াজ মাঘ মাসে করে থাকেন! তরিকত, হাকিকত ও মারেফত আসলে কি? তা না বুঝে শুধু শরিয়তের ড্যারা পিটিয়ে আল্লাহ-নবীর আশেক পাগল ধর্মভীরু মানুষদের, সত্য তারকার দিশা থেকে দূরে থাকার কুমন্ত্রণা দিচ্ছে, শুধু জাগতিক স্বার্থ হাসিলের কুটকৌশলে। আবার সে সব "ভাড়ায় চালিত" ওয়াজিন মৌলভীদের মুখে আরবী ভাষার কোরআন, বাংলায় এর ভূল তাফসির শুনে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ, এদের মহাবিজ্ঞ, সবজান্তা ভেবে, তরিকতের বিরোধিতা করছে। বুদ্ধি-জ্ঞান তাদেরও আছে, কিন্তু সে জ্ঞান একমুখি, যা দিয়ে অপরের আত্মার মুক্তির পথ দেখানো দূরে থাক, নিজের আত্মারই খোঁজ পাবে না। এ কথা ঠিক যে, সবার সব বিষয়ে বুঝ থাকতে হবে তাও নয়, তবে অজ্ঞানবশত তারা জানেন না, সারাজীবন চেষ্টা করলেও মহান সৃষ্টিকর্তার রহস্য 'বাতেনী গুপ্তধন' সূফীবাদের প্রজ্জ্বলিত শিখা কখনোই ম্লান করতে পারবে না। বরং তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যা কারো জন্যই কারো কাম্য হতে পারে না।

> মানবসেবার মাধ্যমেই যে কোন মানুষের আত্মিক বা মানসিক উন্নতি আসে। যার যতটুকু মানবতা, প্রকৃত পক্ষে তার মানসিক মুক্তি ততটুকুই প্রকাশ পায়। কুতুববাগী কেবলাজানের অন্যতম শিক্ষা 'মানবসেবাই পরম ধর্ম'। কিংবা 'অন্যের দোষ দেখার আগে, নিজের দোষ তালাশ করুন'।

আমার দরদি মুর্শিদ-গুরু খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে মুরিদ বা ছাত্র হিসেবে ভর্তি হবার পর, আমার যা প্রাপ্তি, তা লিখে বা ছবি তুলে দেখাতে পারবো না। সে প্রাপ্তি বস্তুগত কোন কিছু না। এ প্রাপ্তি শুধু অনুভবে, যা অনুভূতির ইন্দ্রজালে অতি সাবধানে লালন করতে হয়।

কুতুববাগী কেবলাজানের অন্যতম শিক্ষা 'মানবসেবাই পরম ধর্ম'। কিংবা 'অন্যের দোষ দেখার আগে, নিজের দোষ তালাশ করুন'। কেননা আমি নিজেই তো অনেক দোষী, তারমধ্যে অন্যের দোষ খুঁজে নিজের বিপদ ডেকে লাভ নেই। যার যতটুকু মানবতা প্রকৃত পক্ষে, তার মানসিক মুক্তিও ততটুকু প্রকাশ পায়। আমি নালায়েক অনুপযুক্ত এক পাত্র নিয়ে এসেছি মুর্শিদের দরবারে, এখন সেই পাত্রে সঞ্চয় যা অনুভব করি তা এমন–

যাঁর কিরণে পৃথিবী আলোকময়
তবু ওরে অন্ধ মানুষ, চিনতে লাগে ভয়!
বন্ধ ঘরের মনের তালা,
না খুললে যে বাড়বে জ্বালা
তোমার সেই চিন্তা কি হয়?
মুর্শিদের মাঝে আল্লাহ-নবী ভিন্ন কিছু নয় ॥

আমরা নানা সময়ে বিভিন্ন সাধক-কবি, বাউল শিল্পীদের গাওয়া ভক্তিমূলক শুনতে পাই যেমন– অলি-আল্লাহর বাংলাদেশ, পীর-ফকিরের বাংলাদেশ, রহম করো আল্লাহ! রহম করো আল্লাহ!' ইত্যাদি। আবার দেখা যায় পীর-মুর্শিদের দরবারে, মাজারে মান্নত করলে বালা-মসিবত কেটে যায়। তখন আবার ওই মৌলভীসাহেবরা বলেন, বালা-মসিবত দূর হয়, আল্লাহর হুকুমে। মানি সে কথা। কিন্তু আল্লাহতায়া'লা নিজেই যেখানে বলছেন– 'আমি আল্লাহ, বিনা উছিলায় কিছুই করি না'। সেখানে ভ্রান্তিযুক্ত মানুষের কথায় মহান আল্লাহর নিয়ম আইন থেমে থাকবে না। হাজার বছর ধরে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের আকাশে সত্য ইসলামের শান্তিময় আলোক-নিশান 'আল্লাহু আকবর' উড়ছে সূফীবাদের শুভ বার্তা নিয়ে। এখন তাদের কাছে জানতে চাই যে, এ উপমহাদেশে ইসলামের মহান বাণী-বার্তা কারা এনেছেন? সবাই স্বীকার করবেন, আল্লাহর বন্ধু-আউলিয়াদের দ্বারাই দক্ষিণ এশিয়া তথা সারা পৃথিবীতে মহান আল্লাহ-রাসুল (সঃ)-এর ইসলামের প্রবেশ ও প্রচার হয়েছে। সমাজ ও মানুষের অন্তর থেকে শিরেক-ভ্রান্ত উপাসনা ছেড়ে, এক আল্লাহর এবাদতের অমিয় সুধা পান করিয়েছেন। অথচ আমরা জন্মসুত্রে মুসলামন হয়ে, অহমিকায় যেন মাটিতে পা পড়ে না, মাথায় অলসতার

৩-এর পাতায় দেখুন

কামেল মুর্শিদের শিক্ষাই প্রকৃত আদর্শের সোপান

এইচ মোবারক

এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন, গমন, এ ব্যাপারে আমরা খুব বেশি চিন্তা করি না। আমাদের ভাষ্য এমন যে, কেন এ বিষয়ে চিন্তা করবো? যিনি পাঠিয়েছেন সময় হলে তিনিই তো নিয়ে যাবেন। তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ যে, শেষ নিঃশ্বাসের পর কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের যেখানে অবস্থান করতে হবে, সেটাই চিরস্থায়ী ঠিকানা। তাই আমাদের প্রয়োজন আমরা যে, তরিকা মোতাবেক ধর্ম পালন করি, তা বিশুদ্ধভাবে পালন করা এবং তরিকার প্রচারের জন্য নিজের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা। সূফীবাদ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। পবিত্র কোরআন হাদিসের আলোকে সূফীবাদকে আমাদের অধ্যায়ন করতে হবে, এ বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। সূফী সাধনায় সিদ্ধি লাভে যাঁদের অন্তর চক্ষু খুলে গিয়েছে, ওই সকল মহামানবদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে এবং তবেই ইহকাল ও পরকালে মুক্তির পথ সুগম হবে। এই ক্ষেত্রে কুতুববাগ দরবার শরীফের কোন তুলনা নেই। আধ্যাত্মিকতার এক বিশাল শিক্ষালয় এই দরবার শরীফ। এখানে গভীর চিন্তাশিলতার শিক্ষা দিয়ে থাকেন, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর। সূফী সাধনার মূল চারটি ধাপ রয়েছে, যথা : শরিয়ত, তরিকত,

৩-এর পাতায় দেখুন

HLM Developer & Builders
HAZI LAT MIAH DEVELOPER & BUILDERS LIMITED

মোহাম্মদপুরে নিজস্ব জমিতে সুন্দর লোকেশন, মনোরম পরিবেশ ও আকর্ষণীয় মূল্যে তৈরি ফ্ল্যাট বিক্রি চলছে...

আগ্রহী ক্রেতাগণ অতি সত্তর যোগাযোগ করুন

CONTACT US

Plot # 228/ A Road # 6
Mohammadi Housing Ltd. Mhoammadpur, Dhaka-1205
Telephone : ++ 880208125330, +8802-8105026
Email :
info@hlmdeveloperandbuilders.com Web :

ভারত সফর এবং কিছু স্মরণীয় ঘটনা

শরিফুল আলম

আমার দয়াল দরদি মুর্শিদ বর্তমান জমানার হাদি, গাউসুল আজম শাহসূফী আলহাজ মাওলানা সৈয়দ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের নির্দেশে, দয়াল নবীজির সত্য তরিকা প্রচারের জন্য, ২০১৪ সালের ২৮ নভেম্বর রাত আটটায় ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে, বুড়িমারি স্থল বন্দর হয়ে আমার স্ত্রীসহ ভারতে যাই। সম্মানীত পাঠক, প্রথমেই একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই। লেখার শুরুতেই আমার মুর্শিদ বা পীরকেবলাজানকে দয়াল বলে সম্বোধন করেছি। অনেকেই আমাকে বলেন, তোমরা পীরকে দয়াল বলো কেন? আসলেই, এ বিষয়টি আমাদের পরিস্কার হওয়া উচিৎ, তাহলে পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য তরিকতের আমল সহজ হয়ে যাবে। সমাজে অনেকে আছেন, যারা দান-খয়রাত করেন। সেবামূলক কাজ করেন। আমরা তাদের বলে থাকি, লোকটি অন্যকে সাহায্য করে, সে খুব দয়ালু। ওই রকম একজন সাধারণ মানুষকে যদি এত বড় উক্তি-উপাধি দেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে কুতুববাগী কেবলাজানের মতো একজন কামেল মোকাম্মেল পী-মাশায়েখ আল্লাহতায়া'লার প্রতিনিধি। যার দয়ার বরকতে মানুষের আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা, নামাজে হুজুরি হয় এবং বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবত থেকে মুক্তি পায়, যাঁর উছিলায় পাপীতাপী মানুষের আত্মার উন্নতি এবং আখেরাতে মুক্তির ফয়সালা হয়, বেনামাজি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, অলসতা ছেড়ে সৎ উপার্জন করে, মানবসেবায় উদার হয়, মা-বাবার সেবা করে, সর্বপরি আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর সত্য ইসলামের তরিকায় আত্মনিয়োগ করে, তাকে দয়াল সম্বোধন করতে কোন প্রকার দোষ নেই।

> একজন বিএসএফ (সনাতন ধর্মাবলম্বি) সদস্য এসে মাসিক 'আত্মার আলো' পত্রিকায় কুতুববাগী পীরকেবলাজানের ছবি মোবারক দেখে বললো, আজ সকালবেলা এই ঠাকুরকে সরণ করলাম আর দেখ ভগবানের কী দয়া, অফিসে এসেই ঠাকুরের পত্রিকা আর তাঁর লোকজনকে দেখতে পেলাম!

এবার সফরের আলোচনায় আসি। ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ বর্ডার ইমিগ্রেশনের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে যখন, স্ত্রীকে নিয়ে ভারতের চেংরাবান্দা বর্ডারের ইমিগ্রেশন অফিসে পৌঁছি ঠিক তখনই হলো ঝামেলা। আমাদের ব্যাগে কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র মাসিক 'আত্মার আলো' পত্রিকা এবং ডলারের পরিবর্তে ভারতীয় রুপি ছিলো। ইমিগ্রেশন অফিসার ব্যাগ তল্লাশি করে বললেন, পত্রিকাগুলো ভারতে ঢুকতে দেয়া হবে না। এরপর আমার কাছে থাকা কয়েক হাজার রুপি সে নিয়ে নিলো এবং এগুলো বেআইনি বলে আইনি ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। এমন সময় দূর থেকে একজন বিএসএফ (সনাতন ধর্মাবলম্বি) সদস্য এসে মাসিক 'আত্মার আলো' পত্রিকায় কুতুববাগী পীরকেবলাজানের ছবি মোবারক দেখে বললো, আজ সকালবেলা এই ঠাকুরকে স্মরণ করলাম আর দেখ ভগবানের কী দয়া, অফিসে এসেই ঠাকুরের পত্রিকা আর তাঁর লোকজনকে দেখতে পেলাম! একথা বলেই ইমিগ্রেশন অফিসারকে বিনয়ের সঙ্গে বললো– এরা দুজন ঠাকুরের লোক, ঠাকুরের পত্রিকাসহ তাদের ভারতে প্রবেশ করতে দেয়া হোক। ইমিগ্রেশন অফিসার আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, আমার থেকে কেড়ে নেয়া রুপি ফেরৎ দিলো এবং কিছু পরামর্শ দিয়ে ভারতে প্রবেশের সুযোগ করে দিলেন।

আমাদের গন্তব্য ছিল আসাম রাজ্যের দরঙ্গ (চার আলি) জেলার বিশ্বনাথ থানার বিশ্বনাথ ঘাট। সেখানে আমাদের

২-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক : নাসির আহমেদ, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.